ঝিনাইদহে পৃথক ঘটনায় ৪ জনের আত্ম*হত্যা

ঝিনাইদহে পৃথক ঘটনায় একই দিনে ৪ জন আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে একজন বিষপানে ও তিনজন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

আত্মহত্যাকারীরা হলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের বিষয়খালী গ্রামের জলিল মন্ডলের ছেলে শমসের আলী(৬০), মহেশপুর উপজেলার মাটিলা বাগান পাড়ার মৃত হাবিবুর মন্ডলের ছেলে ওছমান মন্ডল(৪২) ও একই উপজেলার যুগিরহুদা গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে ইউছুপ আলী (৪২) ও শৈলকুপার পৌর এলাকার মুকুল চন্দ্র বাইনের ছেলে বিপ্লব বাইন (২২), পৃথক ৪টি ঘটনায় আত্মহত্যার খবর পেয়ে পুলিশ তাদের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। পারিবারিক কলহের কারণে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক এবং পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা, মহেশপুর ও শৈলকুপায় পৃথক ঘটনায় ১জন বিষপান ও ৩জন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে এবং তাদের লাশ ময়না তদন্ত শেষে তাদের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তানÍর করা হয়েছে। এঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় পৃথক ৪টি ইউডি মামলা হয়েছে।

দামুড়হুদার কাদিপুরে গলায় ওড়না

পেচিয়ে নববধূর আত্ম*হ*ত্যা

দামুড়হুদা উপজেলার কাদিপুর গ্রামে এক নববধুর গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করেছে। নববধূ সুখজান খাতুন(২০) চুয়াডাঙ্গা উপজেলার ঝাঝরি বেগমপুর গ্রামের কুদ্দুস আলীর মেয়ে।

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন। আজ শনিবার সন্ধা ৬ টার দিকে সুখজানের স্বামীর ঘরে আড়ার সাথে ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করে।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার কাদিপুর গ্রামের নিজাম উদ্দিনের ছেলে ইকবল হোসেনের সাথে ১০ মাস পৃর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ঝাঝরি বেগমপুর গ্রামের কুদ্দুস আলীর মেয়ে সুখজানের বিবাহ হয়। বিবাহর পর থেকে সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল। স্বামী স্ত্রী মধ্যে মিল থাকলেও মাঝে মাঝে ইকবল তার স্ত্রীর কাছে টাকা দাবি করায় উভায়ের মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হতো। তার জের ধরে এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। তবে পরিবারের দাবি তার মেয়েকে মেরে ফেলেছে।

মেয়ের চাচাতো ভাই জুড়ন আলী বলেন, আমার বোনের বিয়ের দেওয়া পর থেকে বিভিন্ন সময় টাকা চাইতে থাকে। কিছুদিন আগেও দেড় লক্ষ টাকা দাবি করে আমরা এটা দিতে পারি নাই তার কারণে আমার বোনকে তারা মেরে ফেলতে পরে। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই।

সুখজানের মা সেলিনা বলেন,বিয়ের পর থেকেই জামায় বিভিন্ন জিনিস ও টাকা চাই আমি সব দিয়েছি। আবার কয়একদিন আগে দেড় লক্ষ টাকা চেয়েছে আমি এক লক্ষ টাকা দিতে রাজি হয়েছি তার পরও আমার মেয়েকে মেরে ফেললো।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপেরেশন হিমেল রানা সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, কাদিপুর গ্রামের এক নববধূ আত্মহত্যার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

দামুড়হুদার সুবুলপুরে গৃহবধূর আত্ম*হ*ত্যা

দামুড়হুদা উপজেলার সুবুলপুর গ্রামে এক গৃহবধূ গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন । গৃহবধূ চাঁদনি খাতুন (২১) মেহেরপুর জেলার মোনাখালি গ্রামের বাবর আলির মেয়ে। চাঁদনির বাবার দাবি তার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে।

আজ শনিবার রাত ১টার দিকে তার স্বামীর বাড়িতে গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করে। পরে খবর পেয়ে সকাল ৯ টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গৃহবধুর লাশ উদ্ধার করেন।

জানাযায়, মেহেরপুর জেলার মোনাখালি গ্রামের বাবর আলির মেয়ে চাঁদনি খাতুনের সাথে প্রায় তিন বছর পৃর্বে দামুড়হুদা উপজেলার সুবুলপুর গ্রামের মোবারকের ছেলে আলামিনের সাথে বিবাহ হয়। পরে তার কোল জুড়ে একটি ফুটফুটে ছেলে সন্তান হয়। এই সন্তান হওয়ার পর থেকেই স্বামী শাশুর-শাশুড়ী সাথে মাঝে মাঝে কলহ্যর সৃষ্টি হয়। তারই জের ধরে স্বামীর নিজ ঘরে গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। এদিকে মেয়ের পরিবারের ধারণা তার মেয়েকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

মেয়র বাবা বাবর আলি বলেন,আমার মেয়েকে এখানে বিয়ে দেওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না জোর করেই মেয়ে তারা নিয়েছে। আর বিয়ের পর থেকে জামায় শাশুর ও শাশুড়ীর সাথে ঝগড়া লেগেই থাকে। আমার মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। আমার মেয়েকে তারা হত্যা করেছে। এর সুষ্ঠু বিচার চাই।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি তদন্ত শেখ মহাবুবুর রহমান সতত্য নিশ্চিত করে বলেন, একজন গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে শুনার পর আমরা ঘটনাস্থান থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গায় সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পযন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।

গাংনীতে স্কুল ছাত্রীর আত্ম*হ*ত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার উত্তর ভরাট গ্রামে বিষপানে আছিয়া খাতুন
(১৪) নামের এক স্কুল ছাত্রী আত্মহত্যা করেছেন। স্কুল ছাত্রী আছিয়া ওই গ্রামের হামিদুল ইসলামের মেয়ে এবং স্থানীয় বিডিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। গতকাল বুধবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, আছিয়া গতকাল বুধবার বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বিষপান করেছি এমন কথা জানায় তার মাকে। এক পর্যায়ে সে অসুস্থ্য হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়। এসময় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দিলে,কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেফার করেন। এদিকে কুষ্টিয়ায় নেয়ার পথে মারা যায় আছিয়া।

আছিয়া প্রেমের কারণে প্রেমিকের উপর অভিমানে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে হয়তো বিষপান করেছিলেন বলে স্থানীয়দের ধারণা।

তবে গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান,আছিয়া খাতুনের লাশ ময়না তদন্তের জন্য আজ বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারী) মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মর্গে নেয়া হয়েছে।

গাংনীতে বৃদ্ধার আত্ম*হত্যা

গাংনী পৌর সভার পশ্চিমপড়ায় পারিবারিক কলহের জের ধরে বাবলু শাহ(৬০) নামের এক বৃদ্ধ গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার সকালে বাড়ির পার্শ্বের একটি আম বাগান থেকে ঝুলন্ত মরদেহ

উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। তবে কি কারনে বাবলু শাহ আত্নহত্যা করেছেন তা এখনও জানান যায়নি। বাবলু শাহ চৌগাছার আব্দুর রহমানের ছেলে।

জানাগেছে, বাবলু শাহ তার পরিবারের সাথে খাওয়া দাওয়া করে রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন। মধ্য রাত থেকে বাবলু শাহকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছিলনা। অনেক খোজাখুজি করে বাড়ির পাশের একটি আমবাগানে গাছের সাথে তার মরদেহ ঝুলন্তাবস্থায় দেখে পতিবেশিরা পুলিশকে খরব দিলে গাংনী থানা পুলিশ ওই বৃদ্ধ’র মরদেহ উদ্ধার করে।

ঊাবলু শাহের বড় মেয়ে উনজিলা খাতুন জানান, বাড়িতে কোন ঝগড়া নেই। তবে আমার বাবা কি কারনে আত্নহত্যা করেছে তা জানিনা।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, বাবলু শাহ নামের এক ব্যাক্তির আত্নহত্যার খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে যুবকের আত্ম*হত্যা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর গ্রামে হতাশাগ্রস্থ বেকার এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। গত শনিবার দিনগত গভীর রাতে নিজ বাড়িতে তিনি আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যা কারী হলো জয়রামপুর চৌধুরী পাড়ার হাচাদ আলীর ছেলে রিফাত আলী (২১)।

পারিবারিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে রিফাত আলী তার নানার বাড়িতে বসবাস করতো। সে একজন বেকার ও হতাশাগ্রস্ত যুবক ছিল। সে নিয়মিত কোন কাজকর্ম করতো না বেকার। তার মা বিদেশ থাকে। বিদেশ থেকে যে টাকা পাঠায় সে টাকায় তার সংসার চলে, সে নিয়মিত কোন কাজকর্ম করে না। গত দুই মাস তার মা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলে তার নিজ বসতঘরের এক রুমের ঘরের টিনের চাল বাদে, বাদবাকি সব ঘড়ের টিনের চাল সহ সংসারের বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রয় করে দেয়। চরম হতাশা

থেকেই সে রাতের কোন এক সময় নিজ বসতঘরের আড়ায় গলায় গামছা পেচিয়ে আত্মহত্যা করে বলে মর্মে বিষয়টি নিশ্চিত করেন তার স্ত্রী।

তার স্ত্রী আরো বলেন, আমার স্বামী নিয়মিত কোন কাজ কাম করতো না, সে মাঝে মাঝে মিস্ত্রির কাজে যেত কিন্তু নিয়মিত না। আমার শাশুড়ি বিদেশ থেকে টাকা পাঠাতো ওই টাকাই সে সংসার চালাতো, টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলে সে চরম হতাশায় পড়ে যাই। যার কারনে সে আত্মহত্যা করতে পারে। আমার শ্বশুর বিয়ে করে অন্যত্র থাকে। সকালে বিষয়টি জানাজানি হলে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ সংবাদ পেয়ে লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পারিবারিক জীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক ছিলো। তার বর্তমান বয়স আড়ায় বছর।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন শফিউল আলম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুজিবনগরে এনজিও ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে রাজমিস্ত্রির আত্ম*হত্যা

১৫ থেকে ১৬ টি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে দিশেহারা ছিলেন রাজমিস্ত্রি হিরক মন্ডল (৩৬)। আজকে তার বাড়িতে এনজিও আত্মবিশ্বাস, সিএস, সেতু, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতিসহ কয়েকটি এনজিও’র মাঠ কর্মী এসেছিলো কিস্তির টাকা নিতে। এসব এনজিও সংস্থাগুলোর কিস্তির টাকা দিতে না পারায় হিরক মন্ডলকে নানা ভাবে অপমান অপদস্ত করে। এক পর্যায়ে সে অপমান সইতে না পেরে নিজ ঘরের বাঁশের আড়ার সাথে গলাই দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ আগষ্ট) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে।

হিরক মন্ডল মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর গ্রামের উৎপল ওরফে নতু মন্ডলের ছেলে। সে পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি।

হিরক মন্ডলের স্ত্রী শেফালী মন্ডল বলেন, পরিবারের দারিদ্রতা ঘোঁছাতে একের পর এক ১৫ থেকে ১৬ টি এনজিও থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এক সমিতির ঋণ পরিশোধ করতে আরেকটি সমিতির কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলাম। এভাবে প্রতিনিয়ত সমিতির সংখ্যা বেড়ে গেছে। আমরা দরিদ্র থেকে আরও বেশি দরিদ্র হয়ে গেছি।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই আত্মহত্যার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদক কেনার টাকা না দেয়ায় যুবকের আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলার এরশাদপুর গ্রামে আমিনুল হক মুক্ত (৩৪) নামের এক যুবক গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আজ সোমবার জুন সকালে নিজ শয়নকক্ষ থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

আত্মহত্যাকারি মুক্ত আলমডাঙ্গা পৌর এলাকাধীন এরশাদপুর গ্রামের মৃত শমসের মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ শ্বশুর বাড়ী এরশাদপুর গ্রামে ঘর জামায় হিসেবে বসবাস করতেন মুক্ত। প্রায়ই মাদক সেবনের জন্য শাশুড়ি ও স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিতেন। সোমবারও মুক্ত তার স্ত্রীর কাছে টাকা চায়। তার নিকট কোন টাকা নেই বলে জানায়। কিছুক্ষন পর সকলের অগচরে নিজ শয়নকক্ষের আড়ায় গামছা পেচিয়ে গলায় ফাঁস নেন মুক্ত। পরে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে পুলিশকে জানায়। পুলিশ দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করেন।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, প্রাথমিক তদন্তে মৃত্যুর কারণ জানা সম্ভব হয়নি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে প্রেমিকার আত্মহত্যার খবরে প্রেমিকেরও বিষপান

প্রেমিকা রুবিনার আত্মহত্যার খবর শুনে প্রেমিক রিংকুও বিষপান করে হাজির হলেন মৃত প্রেমিকার বাড়িতে। প্রেমিক রিংকুকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে।

আজ সোমবার (৩ জুলাই) সকাল ৯ টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামের ঈদগাঁহ পাড়ায়।
রুবিনা খাতুন গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ব্রজপুর গ্রামের ঈদগাঁহ পাড়ার রবিউল ইসলামের মেয়ে। রিংকু একই উপজেলার দেবিপুর গ্রামের ফইমদ্দিনের ছেলে। সে একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঈদুল আযহার আগের দিন রুবিনা খাতুনের বিয়ে হয় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার নাটনাপাড়া গ্রামের সৈকত আলীর ছেলে সবুজের সাথে।
ঈদের পর দিন স্বামী সহ রুবিনা খাতুন মায়ের বাড়িতে অষ্টমঙ্গলে আসে। বিয়ের ৫ দিনের মাথায় আজ সোমবার সকালে রুবিনা নিজ কক্ষের আড়ের সঙ্গে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে।

রুবিনার আত্মহত্যার খবর শুনে দেবিপুর গ্রামের ফইমদ্দিনের ছেলে রিংকুও বিষপান করে রুবিনার বাড়িতে এসে হাজির হন।
জানা গেছে, রুবিনা তার নানা বাড়ি দেবিপুর গ্রামে থেকে লেখাপড়া করতো। রিংকুর কাছে প্রাইভেট পড়ার সূত্র ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিষয়টি জানা জানি হলে রুবিনার পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে জোর করে বিয়ে দেন। বিয়ে মেনে না নিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

তবে রুবিনার মা সুমাইয়া খাতুন বলেন, আমার মেয়ে হঠাৎ করেই আত্মহত্যা করেছে। রিংকুর সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কিনা আমরা আমরা কিছুই জানিনা।

খবর পেয়ে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে চিরকুট লিখে বন্ধুর বাড়িতে যুবকের আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের বেতবাড়ীয়া গ্রামে স্ত্রী-বাবা ও মায়ের উপর অভিমানে চিরকুট লিখে বন্ধুর বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন সাইদুল ইসলাম (২০) নামের এক যুবক। যুবক সাইদুল বেতবাড়ীয়া গ্রামের রিফুজীপাড়ার শাহিন আলীর ছেলে।

শুক্রবার সকালের দিকে বেতবাড়ীয়া গ্রামের পূর্বপাড়ার বন্ধু পারভেজ আলীর ঘরের আড়ার সাথে গলায় রশি পেঁচানো সাইদুলের মরদেহ উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ।

স্থানীয়রা জানান কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সিহালা গ্রামের ইকবাল হোসেনের মেয়ে ফাতেহা খাতুনের সাথে প্রেমেজ সম্পর্কের সূত্র ধরে এক বছর আগে বিয়ে হয় সাইদুলের। সাইদুল ঢাকার একটি কোম্পানীতে চাকরী করে আসছিলেন। তিনি কয়েকদিন পূর্বে (আগে) ছুটিতে বাড়িতে আসেন। বাড়িতে এসে শুনেন স্ত্রী ফাতেহা তাকে তালাক দিয়ে বাবার বাড়িতে চলে গেছেন। এনিয়ে অভিমানে সাইদুল তার বাবা- মায়ের সাথে অসদাচরণ করেন। এক পর্যায়ে সে বাবা-মায়ের উপর অভিমানে বন্ধু একই গ্রামের পারভেজ আলীর বাড়িতে আশ্রয় নেন।

বৃহস্পতিবার রাতে খাবার খাওয়ার পর সাইদুল তার বন্ধু পাভেজ এর বাড়িতে শুয়ে পড়েন। বন্ধুর পারভেজ ঘুমিয়ে গেলে,সাইদুল ওই ঘরের আড়ার সাথে গলায় রশি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে

পারভেজ দেখেন সাইদুলের মরদেহ ঘরের আড়ার সাথে ঝুলছে। পরে পুলিশকে খবর দেয়া হয়।

এদিকে আত্মহত্যার আগে সাইদুল একটি চিরকুট লিখেছেন। তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ি নয় এমন কথা লিখেছেন চিরকুটে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে এটি একটি আত্মহত্যা।